ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোট শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত 'জল সঞ্চালন' পরিকাঠামো ও পৌর নাগরিকতায় তার প্রভাব : ১৮৭২ – ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলা অনুষদ) পিএইচ. ডি উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার

মালিনী সিদ্ধান্ত

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক অনুরাধা রায়

ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

ঔপনিবেশিক বাংলায় ছোটো শহরে মিউনিসিপ্যালিটির বিশুদ্ধ ও দূষিত 'জল সঞ্চালন' পরিকাঠামো এবং পৌর নাগরিকতায় এর প্রভাবঃ ১৮৭২-১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ

মূল প্রশ্ন:-

ঔপনিবেশিক বাংলায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশরা বাংলায় প্রথমে কলকাতা পরে এক এক করে অন্য শহরে মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে তোলে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানটি শহরের বহিরঙ্গ এবং নাগরিক অন্তরঙ্গে বেশ কিছু পরিবর্তনের সূচনা করে। কর প্রদানের বিনিময়ে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা প্রদান ও পরবর্তীকালে নগর পরিচালনায় দেশীয় নাগরিকদের সরাসরি অংশগ্রহণ এই কর্মকাণ্ডগুলিই মিউনিসিপ্যালিটির মাধ্যমে পরিচালিত হত। এই গবেষণায় মূলত দু'টি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমত, শহরের বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের পরিকাঠামো কীভাবে শহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক নতুন আত্মপরিচয়ের জন্ম দিল? দ্বিতীয়ত, ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থার রকমফের, বাস্তব কিছু স্থানিক সমস্যা ও ঔপনিবেশিকদের কাছে শহরের গুরুত্ব অনুযায়ী পরিকাঠামো নির্মাণে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কী ভাবে বিভিন্নতার সৃষ্টি করল? এর সাপেক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবা নির্মাণের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উদারনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মুখোশের আড়ালে সমরূপতা প্রদানের ঔপনিবেশিক প্রয়াস থাকলেও কার্যত তা বৈচিত্র্যময় ভিন্নতাকেই প্রকাশ করেছে। এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। মিউনিসিপ্যালিটিকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া পৌর নাগরিকতার গতি-প্রকৃতি, কীভাবে পরিকাঠামো নির্মাণ এবং তার কার্যকারিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হল, তাও বোঝার চেষ্টা করব।

ভূমিকার কিছু কথা: হঠাৎ মিউনিসিপ্যালিটি কেন?

ব্রিটেনে উনিশ শতক থেকে 'Sanitation' বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভাল ল্যাটিন শব্দ 'Sanitus' থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ

করে 'Sanitation' শব্দটি। আস্তে আস্তে দেখা যায় এই শব্দটি ক্রমশ একটি প্রবণতারই দ্যোতক হয়ে উঠেছে। সমস্ত উনিশ শতক জুড়ে 'Sanitation Movement' বিশেষ করে ইংল্যান্ডকে আলোড়িত করে তোলে। যা মোটামুটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অবধি বেশ সক্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে ল্যাটিনে একটি বিখ্যাত ম্যাক্সিমের কথা বলা যেতে পারে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য রক্ষার ধারণায় পরিবর্তনের ধরনটি বুঝতে পারব। 'Mens sana in corpora sano'- যার বাংলা করলে হয় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেহে সুন্দর মনের আবাস। এখানে 'sana'-র সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক দেহগত ব্যাখ্যা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ক্রমশ আমরা দেখতে পাব এই 'Sanitation'-এর ধারণায় স্বাস্থ্যরক্ষা আর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। 'জনস্বাস্থ্য' রক্ষার্থে তার পরিসর বহুধা বিস্তৃত হয়ে উঠবে।

Michel Foucault(মিসেল ফুকো) তাঁর 'The Birth of Social Medicine' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন ইউরোপ জুড়ে বিভিন্ন মহামারীর প্রকোপ এবং তার মোকাবিলায় 'আধুনিক' চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিকিৎসার বদলে 'সামাজিক' চিকিৎসার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে সমষ্টিগত লক্ষ্যে রূপান্তর নিঃসন্দেহে ধনতান্ত্রিকতার সঙ্গে যুক্ত এমনটাই তিনি বলেছেন। এই ধরনের চিকিৎসার বিধান ইওরোপের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক/অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ভাবে প্রযুক্ত হয়ে এক সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে মূলত শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসার আকার নেয়। জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে পারিপার্শ্বকে স্বাস্থ্য অনুগ করে বিন্যাস করা, বিশেষত শহর জুড়ে জল, বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত করা, দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে এমন দূষিত পদার্থ নিকাশ করার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'sanitation'-এর ধারণা এভাবে শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আরও বিস্তৃত সঞ্চারপথ রচনা করে।

‘sanitation’ রক্ষার্থে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার বিষয়টির ওপর। বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা স্থাপনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়। উদারনীতির বাতাবরণে জনস্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে ‘sanitation’ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। শ্রমিক এবং দরিদ্রদের কাজের ধরন, দারিদ্র্য, অপুষ্টি-- এই সবের থেকেও শহরের ব্যবস্থার মধ্যেই যে রোগের উৎস এবং নিবৃত্তি লুকিয়ে আছে এই ধারণাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। Thomas Southwood Smith ((থমাস সাউথউড স্মিথ) উনিশ শতকের ইংল্যান্ডে ‘Sanitary Reform’-এর একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখান জীবিত জীবাণুদের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গি ভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে জড়িত। তাই ‘স্যানিটেশন’-কে একটি সামাজিক প্রশ্ন হিসেবেই তিনি দেখার পক্ষপাতী ছিলেন। এখানে তিনি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেন, যার ভিত্তিতে ইংল্যান্ডে শহরগুলিতে স্যানিটেশন সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা এক অন্য মাত্রা পায়। তিনি মানব দেহের ‘শারীরবিদ্যাগত বাস্তবতা’-র সঙ্গে, শহরের দেহের তুলনা করেন। মানবদেহের রক্ত সঞ্চালনের ধমনী-শিরার মতই শহরকেও দেহ হিসেবে কল্পনা করে সেখানে দূষিত ও বিশুদ্ধ জলের সঞ্চারপথ হিসেবে ভাবা হয় ড্রেন ও জলের পাইপকে। শহরে জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে পরিষেবার পরিকাঠামোয় বিশুদ্ধ ও দূষিত জলকে নিয়ন্ত্রণ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ‘Sanitation’- বিষয়টি ক্রমশ তার পরিধি বিস্তার করে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে। জনস্বাস্থ্যের প্রেক্ষিতে রোগ নিরাময়ের নতুন ধারণায় স্যানিটেশনের অনুষঙ্গ দারিদ্রের ধারণাকেও পুনর্নির্মাণ করে। দরিদ্ররা যেন স্যানিটেশনের ধারাস্নানে পবিত্র হয়ে ওঠে। সুতরাং শহরের স্যনিটেশন সংক্রান্ত কার্যাবলী দারিদ্রকেও ঢেকে রাখার একটা প্রয়াস বৈকি! যে রোগের থেকে সুস্থতা সম্ভব শহর পরিচালনের স্যানিটারি কর্তৃত্বেই তার সমাধান সূত্র লুকিয়ে আছে। অন্যদিকে ব্যক্তির আবাস গৃহগুলি স্যানিটারি একতার মাধ্যমে সরাসরি নজরদারির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দাবি আর শুধুমাত্র ভিক্টোরিয়ান ছুঁৎমার্গের বিষয়

থাকে না। বরং সরকারি কর্তৃত্বেরও ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। প্রাত্যহিক কিছু নৈতিক অভ্যেস, বাড়িতে কলের জল বা অন্যান্য সুবিধার বাস্তবতায় আর শুধুমাত্র 'ডিসিপ্লিন'-এর বিষয় হয়ে থাকে না। গৃহ ও পরিবারের ঘেরাটোপে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। দৈনন্দিন বাস্তবতায় ব্যক্তির 'এজেন্সি'-র নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে থাকে রাষ্ট্র। Patrick Joyce(প্যাট্রিক জয়েস), তাঁর *'The Rule of freedom Liberalism And the Modern City'* বইতে দেখিয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের তরফ থেকে শহরের দেহের মধ্যে ক্রমাগত তরল পদার্থের সঞ্চালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ প্রকারান্তরে উদারনীতিবাদ প্রসূত 'স্বাধীন চলাচল'-এর ধারণার সঙ্গেও মিলে যায়।

এখনও অবধি আমরা শহরের বিশুদ্ধ জল সরবরাহ এবং দূষিত জল নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালিটির অনুপ্রবেশ দেখিনি। ইংল্যান্ড, বিশেষত লন্ডন শহরের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমত দেখব, 'sanitation' বিষয়টি কীভাবে কার্যত একটি আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, পরিকাঠামো নির্মাণের সূত্রে শহরকে পুণর্বিন্যস্ত করার কার্যক্রম লক্ষ্য করার চেষ্টা করব। জনস্বাস্থ্য রক্ষার পরিসরে ইঞ্জিনিয়ারদের অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে আলোচনা থাকবে। এবারে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ ও দূষিত জল নিষ্কাশনের জন্য নির্মিত পরিকাঠামোগুলি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের পালা। তৃতীয়ত, লন্ডন শহরের সুদীর্ঘ স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কীভাবে মিউনিসিপ্যালিটি এই পরিষেবা প্রকল্পগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে যুক্ত হল তা বোঝার চেষ্টা করব। এই সমস্ত বিষয়টি আলোচনার ক্ষেত্রে মূলত দ্বৈতয়িক উৎস ব্যবহৃত হয়েছে।

শিল্পবিপ্লব ইংল্যান্ডের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছিল। সার্বিক ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই সঙ্গে শহরের জনসংখ্যা বাড়ছিল অস্বাভাবিক ভাবে। কাজের তাগিদে কল কারখানাগুলিকে ঘিরে বাড়ছিল মানুষের ভিড়। কিন্তু এই জনতাদের জন্য শহরে পর্যাপ্ত

স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থানের সংকুলান ছিল না। ফলত শ্রমিক শ্রেণি খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করার ফলে অচিরেই বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর হারও ক্রমশ বাড়তে থাকে। উনিশ শতকের শুরুর দিকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডে মানবতাবাদি-জনকল্যাণকামী তাত্ত্বিকরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করতে শুরু করলেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধির অস্বাভাবিক হার, দারিদ্র এবং মহামারী যে সার্বিক ভাবে স্বাস্থ্যহানিকে ইঙ্গিত করে, সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে এই সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস করলেন তাঁরা।

সরকারি তরফেও অবশ্য বিভিন্ন পদক্ষেপ করা হল, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান এবং সেই সূত্রে শহরের প্রতিপার্শ্বকে পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে। ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘Poor Law Commission’ তৈরি হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হল ‘Health of Towns Association’. এছাড়াও ‘General Board Of Health’ নামের একটি নতুন ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষকে জেলা স্তরে জনস্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়। ‘Sanitary Reform’ বিষয়টি খুব গুরুত্ব পায়। Edwin Chadwick(এডউইন চ্যাডুইক)-এর নাম এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্যানিটেশন সংক্রান্ত কার্যাবলীর সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চ্যাডউইকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিশেষ করে জল সরবরাহ এবং বর্জ্য পদার্থ নির্গমনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা নির্মাণ তাঁর আমলে বিশেষ গুরুত্ব পায়। এর জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় ইঞ্জিনিয়ারদের ওপর। অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে চ্যাডউইকের বিরোধও বাধে। শেষ পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ারদের নির্মাণ কার্যের ওপর চ্যাডউইকের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। ইঞ্জিনিয়ারদের স্বাধীন কাজের এক্তিয়ার রচিত হয়। শহরের পরিষেবাগুলির কেন্দ্রীয় পরিচালনা যে সম্ভব নয় এই ব্যাপারটিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

এবারের বিষয় হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির ওপর কীভাবে এই পরিষেবাগুলি পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটি প্রাচীন ইউরোপ এবং মধ্যযুগের ইউরোপেও ছিল। যদিও এর কর্মকাণ্ডের ধরন বেশ আলাদা ছিল। বিভিন্ন দেশে প্রয়োজন অনুযায়ী বিবর্তিত হয়ে ইংল্যান্ডের শহরগুলির স্বায়ত্তশাসনের এবং পরিষেবাগুলি পরিচালনার প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। লন্ডন ভেস্ট্রি, 'eight ancient commission', কিছুটা চার্চের নজরদারীর ওপর লণ্ডন শহরের পরীষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভার ন্যস্ত ছিল। লন্ডন শহরের পরিচালনা মিউনিসিপ্যালিটির ওপর অর্পণ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্র বনাম শহরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দীর্ঘদিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'London County Council'। এর মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির ওপর ন্যস্ত হয় শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পরিষেবার প্রকল্পগুলি পরিচালনার-রক্ষণাবেক্ষণের ভার।

উপনিবেশের প্রতিবেশ:

মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠাএর পরবর্তী পর্যায়ে দেখব উপনিবেশের শহরগুলিতে কীভাবে এই মিউনিসিপ্যালিটির ধারণা প্রযুক্ত হয়। ইতিমধ্যে উপনিবেশে একাধিক মারণ রোগের প্রকোপ ঔপনিবেশিকদের বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, বর্ধমান জ্বরে তারাও বেশ কাবু। এমতাবস্থায় পারিপার্শ্বকে, বিশেষ করে শহরকে (যেহেতু তারা নিজেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শহরে থাকত) স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে নির্মাণ করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যদিও উপনিবেশে প্রথম দিকে সরাসরি জনপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে শহরের পরিষেবা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটিতে দেশীয় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না। তবে এই পরিষেবাগুলির উপভোক্তা হিসেবে কর প্রদান ছিল বাধ্যতামূলক। পরে অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলি পরিচালনায় দেশীয় নাগরিকরাও অংশগ্রহণ করে। পরিষেবাগুলি মূলত ব্রিটেনের মতো একই রকম। রোগ মোকাবিলা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা,

নোংরা জল নিষ্কাশন এবং সার্বিক ভাবে শহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটি খেয়াল রাখা। এছাড়া বিভিন্ন রোগের ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হওয়ার পরে নাগরিকদের সেটি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা হয়। শহরের সুস্বাস্থ্য পরিমাপের মানদণ্ড বা কোনও রোগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে জন্ম মৃত্যুর পরিসংখ্যান রক্ষা করা বিশেষ গুরুত্ব পায়। কিন্তু বিশুদ্ধ জল সরবরাহ বা নোংরা জল নিষ্কাশনের সঙ্গে জড়িত ছিল এক নতুন পরিকাঠামো নির্মাণের প্রসঙ্গ। তবে মিউনিসিপ্যালিটিতে দেশীয় স্বাধীন কর্মকাণ্ডের এক্তিয়ার কতটা ছিল, বা উপনিবেশে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কী ধরনের আদর্শগত এবং বাস্তব প্রতিবন্ধকতা ছিল সেই বিষয়টিও বুঝে নেওয়া দরকার।

ক্রান্তীয়-উষ্ণ-আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থানের জন্য এখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি ইউরোপের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এমনকি ভারতের বিভিন্ন জায়গার ভৌগোলিক অবস্থা বিভিন্ন রকম। স্যানিটেশনের ধারণার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী উদারনৈতিকতা এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার মেলবন্ধনের প্রক্রিয়াও ছিল বেশ জটিল। David Arnold(ডেভিড আর্নল্ড) জনপ্রতিষ্ঠান, স্যানিটাইজেশন প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের সমাজের সঙ্গে ভারতের কিছু বুনিয়াদি বিভেদের কথা বলেন। এক্ষেত্রে মূলত দুই ধরনের সমস্যা খুব প্রকট হয়ে ওঠে। প্রথমত, এখানকার দেশজ অধিবাসীদের জন্য তৈরি হওয়া সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্নতাকে সাম্রাজ্যবাদী উদারনৈতিক বিশ্বজনীনতার আদর্শের কাঠামোয় খাপ খাওয়ানো, দ্বিতীয়ত, দেশজ অধিবাসীদের তরফের বাধা বিপত্তির সঙ্গে একরকম মানিয়ে নিয়ে প্রকল্পগুলির রূপায়ণ করা। এই সমস্ত বিভেদ যদিও উপনিবেশের প্রতিবেশকে প্রকৃতিগত ভাবে পৃথক বলা যায় কিনা এই বিষয়ে Mark Harrison-মতো স্কলাররা প্রশ্ন তুলেছেন। প্রকৃতিগত ভাবে ভিন্নতাকে অস্বীকার করলেও হ্যারিসন এক্ষত্রে স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করেননি।   এই রকম পরিস্থিতিতে উপনিবেশে মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটিতে দেশীয় জনতার আত্ম-জ্ঞান এবং স্ব-পরিচালনা সম্ভব ছিল কিনা, তা নিয়ে ঈশিতা দুবে এবং জ্ঞান প্রকাশের খানিক বিরোধ আছে। জ্ঞান প্রকাশের মতে

এই আত্ম-জ্ঞান এবং স্ব-পরিচালনা উপনিবেশে একেবারেই অসম্ভব ছিল, ঈশিতা দুবে এই তত্ত্ব পুরোপুরি মানতে চাননি। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার পরিচালনার সঙ্গে স্ব-শাসন এবং স্ব-পরিচালন সম্পর্কিত। এর সুস্পষ্ট নিদর্শন, মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠান এবং এর কর্মকাণ্ড। বিপিন চন্দ্র পালের মিউনিসিপ্যাল গেজেটিয়ার্সে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ড নিয়ে লেখাপত্র, সমসাময়িক কিছু পত্র-পত্রিকা (যেমন- বসন্তক) এই বক্তব্যই প্রকাশ করেছে।

এই রকম প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক বাংলায় মিউনিসিপ্যালিটির পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার বিভিন্নতা এবং তাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এক নতুন রকমের নাগরিক আত্মপরিচয়কেও খোঁজার প্রয়াস থেকেছে এই গবেষণায়। এই নাগরিকতাকে আমরা ‘পৌর নাগরিকতা’ বলছি। পরিষেবাগুলি একদিকে যেরকম নাগরিক জীবনের রোজনামচা বদলে দিল, সেই রকম এই পরিষেবার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিকতাও আরও নিবিড় ভাবে পৌঁছে গেল জীবনযাত্রার অন্দরে। আমরা একে ‘প্রাইভেট স্ফিয়র’-এর মধ্যে রাষ্ট্রের সচেতন অন্তর্ভুক্তির মধ্যে দিয়ে গৃহকেন্দ্রিক ‘প্রাইভেট স্ফিয়র’-এর নবনির্মাণ ধরতেই পারি। নতুন পরিষেবাগুলিকে গ্রহণ-বর্জন-সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণের নাগরিক প্রক্রিয়ার মধ্যে গড়ে উঠল মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক নতুন নাগরিকতা। অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসারে প্রকল্পগুলি নির্মাণের বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপট এবং পৌর নাগরিকতা গঠনের বিস্তৃত সঞ্চারপথের পরিচয় পাওয়া যাবে।   ।

ছোট শহরে স্বতন্ত্র নাগরিক আত্মপরিচয়কে প্রভাবিত করার আরও নানরকম অনুষঙ্গ অবশ্যই ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার চক্রজাল যেভাবে খানিকটা বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকের সামাজিক এবং ব্যক্তিগত গতিবিধিকে বেঁধে ফেলল সেই প্রক্রিয়াটি বেশ নতুন এবং দৃশ্যমান।

গবেষণার সময়কাল:-

পরিষেবার পরিকাঠামোগুলি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৮৭০-এর দশক থেকে। কলকাতা জলসরবরাহ প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ, বর্ধমান জলসরবরাহ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। পরিকাঠামো নির্মাণের সূচনা কাল হিসেবে আমরা এটিকে ধরতে পারি। অন্যদিকে দেখি যে ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের পর পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য নতুন করে ব্যয় বরাদ্দ করা হচ্ছে না। ব্রিটিশ সরকারের তরফে বারবার বলা হচ্ছে সরকারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। তবে এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ায় কলকাতাসহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব কমে যাওয়ার কথা বলতে পারি। এই নতুন পরিষেবাগুলির পরিকাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াকে আমরা এই সময়ের মধ্যে খুব বেশি করে চিহ্নিত করতে পারি। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবাগুলিকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতও পৌর নাগরিকতাকে প্রভাবিত করেছিল বা করে চলেছে। এর কিছু আভাস গবেষণাটিতে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু মূল আলোচনা ১৮৭২-১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের সময়কালে তৈরি হওয়া নতুন নাগরিক আত্মপরিচয় হিসেবে পৌর নাগরিকতার গড়ে ওঠা নিয়েই করা হয়েছে।

একাধিক ছোট শহরের মিউনিসিপ্যালিটি চয়নের কৈফিয়ত:-

শহরের দৈনন্দিন জীবন বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় মিউনিসিপ্যালিটি নামক সরকারি প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা। কোন সময়ে মিউনিসিপ্যালিটির জল আসবে সেই অনুযায়ী গৃহস্থালির কাজগুলির রুটিন ঠিক করা। কোন সময় বাড়ির ময়লা নিতে আসবে, সেই সময় অন্য কাজ বন্ধ রেখে ময়লা ফেলতে যাওয়া...ইত্যাদি। এই সব আধুনিক পৌর অভ্যেসগুলির অতীত খুঁজতে গিয়েই এই গবেষণার সূত্রপাত। আর্কাইভসের নথি বলছে বিভিন্ন শহরের পরিষেবার ধরনগুলি শুনতে একরকম লাগলেও পরিকাঠামো নির্মাণ, চাহিদা এবং ভৌগোলিক পার্থক্যের নিরিখে এগুলি

একে অপরের থেকে ভীষণ ভাবে আলাদা। আর এখানেই এই গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা। ঔপনিবেশিক সরকার বারবার দেখাতে চেষ্টা করছে তারা কতটা ন্যায্য-উদারনৈতিক সমতায় বিশ্বাসী; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার ক্ষেত্রে এই সমতার নীতি বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কলকাতার জল সরবরাহ প্রকল্পের বাজেটে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বহরমপুর জল সরবরাহ প্রকল্প অবশ্যই তা পাচ্ছে না। কিছু আঞ্চলিক ভৌগোলিক চাহিদাও পার্থক্য রচনা করছে। সারা বাংলা জুড়ে তাই মিউনিসিপ্যালিটিতে বিভিন্নতার সমাহার। এই বিভিন্নতার সঞ্চারপথে ইংল্যান্ড-এর শহর পরিচালনার মতাদর্শ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে এক অন্য রূপ ধারণ করল। পরিষেবাগুলির এই বিভিন্নতাকে তুলে ধরতে একাধিক ছোট শহর নির্বাচন করেছি।

গবেষণায় বিশুদ্ধ ও দূষিত জল সঞ্চালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ নিয়ে কিছু কথা:-

ইংল্যান্ডে পারিপার্শ্বকে পুণর্নির্মাণের প্রসঙ্গে দু'টি চিন্তাধারা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। শহরকে দেহ হিসেবে কল্পনা করা এবং উদারনীতিবাদ প্রসূত 'স্বাধীন চলাচল'-এর ধারণা শহরের 'দেহ'-এর অভ্যন্তরেও প্রযুক্ত হওয়া। মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়ার পরে সেই সাপেক্ষে শহরকে দেহ হিসেবে কল্পনা করে তার অভ্যন্তরেও তরল পদার্থ সঞ্চালন করানোর তত্ত্বকে খাড়া করা হয়, জনস্বাস্থ্য রক্ষার বিধান হিসেবে। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয় উদারনীতিবাদ প্রসূত বস্তুর স্বাধীন চলাচলের ধারণা। এই ভাবে শহরের জল সঞ্চালন বিশেষ গুরুত্ব পায়। এছাড়া জলবাহিত বিভিন্ন রোগের ভীতিতো আছেই। ঔপনিবেশিক শহরগুলিতেও এই জল সঞ্চালন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মিউনিসিপ্যালিটির সিংহভাগ দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ডই একে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। তাই এই জল সঞ্চালন বিষয়টির মধ্য দিয়েই মিউনিসিপ্যালিটি ও মিউনিসিপ্যালিটিকেন্দ্রিক 'পৌর নাগরিকতা' বোঝার চেষ্টা করব। বস্তুত এই জল সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি ইদানীং ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার গবেষণায় বিশেষ

গুরুত্ব পাচ্ছে। যদিও ঔপনিবেশিক বাংলার ছোটো শহরে বা নতুন রকম নাগরিক আত্মপরিচয় নির্মাণের পরিপ্রক্ষিতে বিষয়টি দেখা হয়নি।

গবেষোণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:-

শহর ভেদে পরিকাঠামো গুলি রূপায়ণ এবং পরিচালনার ভিন্নরূপ যে 'পৌর নাগরিকতা'-র ধরনেও বিভিন্নতা তৈরি করেছে, গবেষণাটি জুড়ে বিভিন্ন উদাহরণের ভিত্তিতে সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। নাগরিকতার কোনও একক কণ্ঠস্বর হয় না, আত্মপরিচয়ের কোনও সমরূপী নির্ণায়ক হয়না, বৃহত্তর প্রেক্ষিতে আমরা এই ভাবেও সমস্যাটিকে বিবেচনা করতে পারি।

গবেষণাটি কেন অভিনব:-

ঔপনিবেশিক বাংলায় মিউনিসিপ্যালিটি নিয়ে এর আগে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। সেগুলি মূলত স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার নিরিখেই বিষয়টিকে দেখেছে। অন্যদিকে এই সময়কার 'টাউন প্ল্যানিং' নিয়েও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু শহরের পরিষেবাগুলি পরিচালনার ভিত্তিতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকাণ্ড সেভাবে দেখানো হয়নি। আবার ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষিতে নাগরিক আত্মপরিচয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা অবগত। কিন্তু মিউনিসিপ্যলিটির পরিষেবাগুলিকে কেন্দ্র করে যে নতুন 'পৌর নাগরিক' আত্মপরিচয়ের সূচনা হল, সেই বিষয়টি আগের গবেষণাগুলিতে দেখানো হয়নি।

পদ্ধতিতন্ত্র:-

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে মিউনিসিপ্যালিটির পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণ এবং নাগরিকদের গ্রহণ-বর্জন-প্রতিবাদের বিষয়টি বোঝার জন্য মূলত স্টেট আর্কাইভসের মিউনিসিপ্যাল, জুডিসিয়াল,স্যানিটেশন ও পি.ডাব্লু.ডি সংক্রান্ত ফাইলগুলি থেকে বোঝার চেষ্টা করব। এছাড়া

কিছু পারিবারিক নথিও এক্ষেত্রে ব্যবহার করব। উনিশ শতকের মিউনিসিপ্যাল গেজেটিয়ার্সে দেশীয় কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিশেষত বিপিন চন্দ্র পালের লেখাগুলিও এই গবেষণার প্রাথমিক উপাদান। ব্রিটেনে শহর পরিচালনা বোঝার জন্য সম্পূর্ণ ভাবেই দ্বৈতয়িক উপাদানের ওপর নির্ভর করব।

গবেষণার অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসার:-

গবেষণাটি মূলত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। পাঁচটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি কীভাবে আলোচিত হল, অধ্যায়গুলির সংক্ষিপ্তসারের মাধ্যমে তার একটি ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

প্রথম অধ্যায়: ইউরোপে স্বাস্থ্যরক্ষার উদারনৈতিক বিধানের সূচনা: নাগরিক প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণের পথ:-

এই অধ্যায়টিতে মূলত দেখানোর চেষ্টা করেছি, আঠারো-উনিশ শতক থেকে ইউরোপে কীভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং মহামারী রোধ করার জন্য নানা রকম ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। নতুন চিন্তা-ভাবনায় 'রোগ' শুধুমাত্র আর ব্যক্তির দেহগত বিষয় থাকে না। তা ক্রমশ সামাজিক চিকিৎসাতে রূপান্তরিত হয়। সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার রূপটি ইউরোপে এক এক দেশে বিবর্তনের পথ পেরিয়ে ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণিকেন্দ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার রূপ নেয়। রোগের প্রতিবিধান এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষার চাবিকাঠি যে শুধু ব্যক্তির দেহগত বিষয় নয়, এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বরং নিরোগ দেহ গঠনের শর্ত হিসেবে গুরুত্ব পায় শহর জুড়ে জল-আলো-বাতসের সুষ্ঠু সঞ্চালন। চিকিৎসাবিজ্ঞান ক্রমশ শুধুমাত্র ডাক্তারদের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় থাকে না। বরং এক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদেরও অনুপ্রবেশ ঘটে। ইংল্যান্ডে শহরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 'sanitation' ক্রমশ আন্দোলনের রূপ পায়। শহর জুড়ে নানা রকম পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। এই পরিষেবাগুলির পরিচালনার ভার নানা পথ পেরিয়ে এসে অর্পিত হয় মিউনিসিপ্যালিটির ওপর। লন্ডন শহরের দৃষ্টান্তে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, মধ্যযুগীয়

মিউনিসিপ্যালিটি নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপরে কীভাবে শহরের বিভিন্ন পরিষেবা পরিচালনা করার নতুন ভার অর্পিত হয়েছিল। এই ভাবে পাশ্চাত্যে রোগ এবং স্বাস্থ্যরক্ষাকে ঘিরে নতুন চিন্তা ভাবনা এবং এর সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: উপনিবেশের প্রতিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার নতুন প্রাতিষ্ঠানিক বিধান:-

পাশ্চাত্যে সামাজিক চিকিৎসা ব্যবস্থার বিধান হিসেবে প্রতিবেশের পুনর্নির্মাণ এবং মিউনিসিপ্যালিটির ওপর শহরের বিভিন্ন পরিষেবার পরিকাঠামো পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পরে, উপনিবেশে সেই মডেল প্রতিস্থাপিত হওয়ার পালা। ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে এক্ষেত্রে বহু সমস্যা। এছাড়া উপনিবেশের প্রতি ঔপনিবেশিকদের বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উদারনৈতিক দ্বিচারিতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে উপনিবেশের প্রতি ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে এর রদবদল, এছাড়া পরিস্থিতি-উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। প্রকল্পগুলি নির্মাণের পরে তার সঙ্গে দেশীয় জনতার গ্রহণ-বর্জন-মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়াও ছিল বেশ দীর্ঘ এবং জটিল। পাশ্চাত্যের এই বিশ্বজনীন চিকিৎসার মডেল উপনিবেশে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উপনিবেশে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে নিজের মধ্যেও কী ধরনের পরিবর্তন আনল, এই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়: দক্ষিণবঙ্গের ছোটো শহরের নাগরিকতা ও মিউনিসিপ্যালিটির জল সরবরাহ: কলকাতার প্রতিতুলনায় বর্ধমান ও বহরমপুর:-

এই অধ্যায়ে কলকাতা শহরের প্রতিতুলনায় বর্ধমান এবং বহরমপুর শহরের জল সরবরাহ প্রকল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কলকাতা শহরে সর্বপ্রথম জল সরবরাহ প্রকল্প চালু হয়। কীভাবে, কোথা থেকে এখানে জল সরবরাহ করা হবে, সেই নিয়ে বহু মতবিরোধের পর

ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতাবাসীকে জল সংক্রান্ত পরিবর্তিত অভ্যেস রপ্ত করানোও নেহাত সহজ ছিল না। বর্ধমানের ক্ষেত্রে আবার অন্য ধরনের সমস্যা। 'বর্ধমান জ্বর'-এর স্মৃতি, জল সংকট, শহরের সর্বত্র সমান ভাবে জল প্রেরণ করা, জল কর বৃদ্ধির নাগরিক প্রতিবাদ ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় জল সরবরাহ প্রকল্পকে। বহরমপুর শহর দক্ষিণবঙ্গের জল সরবরাহ সংক্রান্ত আলোচনায় একটি নতুন প্রেক্ষিত তৈরি করে। গঙ্গার পার্শ্ববর্তী শহর হওয়ার কারণে পাইপের মাধ্যমে গঙ্গাজল সরবরাহ করার নাছোড় দাবির সামনে মাথা নোয়াতে হয় ঔপনিবেশিকদের। এছাড়া গঙ্গা নদীর ভাঙন এই শহরের জল সরবরাহের পরিকাঠামোর সামনে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত ঘটনা, অভ্যেস, সমস্যা, দাবি, প্রতিবাদ সব কিছুর মধ্যে শহরের মিউনিসিপ্যালিটির বাসিন্দাদের 'পৌর নাগরিক' হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে তুলে ধরার প্রয়াস থেকেছে।

চতুর্থ অধ্যায়: শহরের জল সঞ্চালনে দূষিত জল নিষ্কাশন: কলকাতার প্রতিতুলনায় কৃষ্ণনগর:-

এই অধ্যায়ে শহরের সার্বিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ড্রেনের মাধ্যমে দূষিত জল নিষ্কাশনের বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা শহরে কীভাবে, কোন্ দিক বরাবর ড্রেনগুলি বিন্যস্ত করা হবে শেষ পর্যন্ত কোথায় বর্জ্যপদার্থ নিক্ষেপ করা হবে এই সব বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। কৃষ্ণনগর শহরের ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যা আরও জটিল। কারণ, পুরোনো শহর, এখানে ড্রেন বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে শহরবাসীর থেকে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। এছাড়া কৃষ্ণনগর শহরে শেষ পর্যন্ত যেখানে বর্জ্য পদার্থ নিক্ষেপ করা হবে সেই নিয়েও জলঙ্গী নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। ড্রেন বিন্যাসের ক্ষেত্রেও অভ্যেস পরিবর্তন, ব্যক্তিস্বার্থ বনাম মিউনিসিপ্যালিটির স্বার্থ, আরও নানান নিত্যনৈমিত্তিক অভিযোগ পৌর নাগরিকত্ব গঠনের প্রেক্ষিত রচনা করেছিল। এই বিষয়টির প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি শহর দার্জিলিং-এর জল সঞ্চালন, যেখানে জল প্রবল বেগে নিম্নমুখী:-

পঞ্চম অধ্যায়ে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিক থেকে জল সরবরাহ এবং ড্রেন ব্যবস্থার বিন্যাস আলোচনার মাধ্যমে পৌর নাগরিকতার এক স্বতন্ত্র রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে দার্জিলিং শহরকে নিয়ে। এই শহরের গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট, ভৌগোলিক পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের শহরগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই শহরকে ঘিরে ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বার্থের ধরনও ভিন্ন। ভূ-প্রকৃতির কারণে জল এখানে সততই নিম্নে ধাবমান। এ হেন পরিস্থিতিতে সর্বত্র সমান ভাবে জল সরবরাহ করা এবং ড্রেন বিন্যাস করার প্রযুক্তি যথেষ্ট জটিল এবং সমতলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিষেবার পরিকাঠামো নির্মাণ এবং পৌর নাগরিকতা গড়ে ওঠার বিচিত্র সঞ্চারপথ এই বিষম চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রয়াস থেকেছে।